OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 206
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 200 - 206
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ কৃত নাটক ও শম্ভু মিত্রের পুনঃনির্মাণ : বৈচিত্র্য-ঐক্য-স্বাতন্ত্র্য

নয়ন ভল্লা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া
Email ID : nayanbhalla@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Shambhu Mitra, Bohurupee, Ganatatya, Rabindranatok, Bisorjon, Roktokorobi, Monchayon, Natyarup, Tripti Mitra.

Abstract
In newly independent India, when there was a need to build a society, it was necessary to select plays whose content would resonate with the masses. Therefore, in addition to the productions of 'Nabanna', 'Pathik', 'Ulukhagra', 'Bivahav' etc. Rabindra wanted to touch Shambhu Mitra. Shambhu Mitra increased the glory of Bengali stage by acting and producing Rabindranath. Although 'Muktadhara' did not get success in Gananatya Sangha, the place of Rabindra Natak was high in the heart of Shambhu Mitra. That is why the theatre group 'Bohurupee' founded by him wanted to touch Rabindranath right from the time of his birth. 'Char Adhyay' and 'Raktakarabi' produced in 'Bohurupee' under the direction of Shambhu Mitra are still history. Especially the successful staging of the play 'Raktakarabi' brought the ultimate success in the theatrical life of Shambhu Mitra. Before staging the play 'Raktakarabi', Shambhu Mitra knew that before the play was published, Rabindranath handed it over to Natyacharya Sisir Kumar Bhaduri for staging. But unfortunately, the play could not be staged. He said that the reason for not staging the play was the lack of an actress to play the role of Nandini. Tripti Mitra gained popularity by playing the role of Nandini. Apart from 'Raktakarabi' the Rabindra Natakas which were produced in 'Bohurupee' were- 'Char Adhyay', 'Muktadhara', 'Raja', 'Visarjan', 'Dakghar', 'Swargiya Swang' etc. At that time Shambhu Mitra became famous by producing Rabindra Natak. Khaled Chowdhury and Tapas Sen were the main assistants of Shambhu Mitra in producing Rabindranatak. With Khaled Chowdhury's music and stage design and Taposh Sen's lighting, the actors came alive on stage. The diversity brought by Shambhu Mitra in Rabindra Natak is really commendable.

Discussion

শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ করেছিলেন কিন্তু দর্শক-মহলে তার প্রভাব খুব বেশি হয়নি। গণনাট্য সঙ্ঘে 'মুক্তধারা' সফলতা না পেলেও শম্ভু মিত্রের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাটকের স্থান ছিল উচ্চে। তাই তাঁর সৃষ্ট

নাট্যদল 'বহুরূপী' জন্মলগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে চেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় ও প্রযোজনা করে বহুরূপী বাংলা নাট্যমঞ্চের গৌরব বাড়িয়েছে সেই অভিনয় ও প্রযোজনা শম্ভু মিত্রের নিজস্ব ভাবনার শিল্পরূপ। তাঁর সেই স্বতন্ত্র শিল্প-ভাবনার পথ ব্যহত হচ্ছিল গণনাট্য পর্বে। শম্ভু মিত্রের গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করার জন্য এটিও একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য। গণনাট্যের ইতিহাস লেখকগণ এব্যাপারে শম্ভু মিত্রের নিন্দা করলেও তিনি এই সঙ্ঘ সম্পর্কে উদারতা দেখিয়েছিলেন। তিনি গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করার পরেও গণনাট্যের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনাবিল উৎকাঙ্খা শম্ভু মিত্রের নাট্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছিল। তাই যে বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তিনি গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক সেই বিন্দু থেকেই তাঁর নাট্যশিল্প বিকাশের পথপরিক্রমা শুরু হয়। এই পথ পরিক্রমার নতুন যাত্রা সংযোজিত হয় রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। সদ্য স্বাধীন ভারতে যখন সমাজ গঠনের দরকার ছিল তখন এমন নাটক বাছাই করতে হবে যার অভিনয় ও বিষয়বস্তু জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাবে। তাই 'নবান্ন', 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'বিভাব' ইত্যাদি প্রযোজনার পর শম্ভু মিত্র স্পর্শ করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাটক। বহুরূপীতে প্রথম প্রযোজিত রবীন্দ্র নাটক 'চার অধ্যায়'। নাটকটির প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে, ২২ আগস্ট ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে। তারপর একে একে 'রক্তকরবী' (প্রথম অভিনয় ১০ মে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে), 'স্বর্গীয় প্রহসন' (প্রথম অভিনয় ২২ মে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে), 'ডাকঘর' (প্রথম অভিনয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে), 'মুক্তধারা' (প্রথম অভিনয় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে), 'বিসর্জন' (প্রথম অভিনয় ১১ নভেম্বর ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে), 'রাজা' (প্রথম অভিনয় ১৩ জুন ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে), 'দুরাশা' (প্রথম অভিনয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩), 'ঘরে বাইরে' (প্রথম অভিনয় ৯ জুন ১৯৭৪) মঞ্চস্থ করেছে বহুরূপী। রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি নাটক বহুরূপী কর্তৃক প্রযোজিত হয়েছে তার মধ্যে 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন', 'রাজা' নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়। শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন সোফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন ইউজিন ওনিল, আন্তন চেখভ, টেউ উইলিস, মন্মথ রায়, তুলসী লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বসু, বাদল সরকার, বিজয় তেন্ডুলকার, নীতিশ সেন, ইন্দ্র উপাধ্যায়, কৌস্তভ মুখোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী নাট্যকারের নাটক। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে শম্ভু মিত্রের পরিচালনার সিংহভাগ জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বহুরূপীতে রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনার পূর্বেই শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘে থাকাকালীন 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাটকের যুগ্ম পরিচালনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র ও গঙ্গাপদ বসু। অতএব রবীন্দ্রনাট্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা শম্ভু মিত্রের ইতিপূর্বে ঘটেছিল। কিন্তু তিনি গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় 'মুক্তধারা'র অভিনয়কে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। তখন ১৯৪৬ সাল সবে শুরু। শম্ভু মিত্র সদ্য বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছেন 'ধরতি কে লাল' ছবির কাজ শেষ করে। ফিরে এসেই তিনি দায়িত্ব পান 'মুক্তধারা'র পরিচালনার। 'মুক্তধারা' প্রযোজনা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব মতামত –

> "ফিরে (বোম্বাই থেকে) 'মুক্তধারা'র ভার পড়ে। ব্যর্থ হই। সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ জানা সত্ত্বেও মনে এ নাটক কোনো পুরাণকাহিনীর মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে যেন কোনো সংলগ্নতা নেই। তখন তাই স্পষ্ট মনে হল যে রবীন্দ্রনাথ এড়িয়েই আমরা গভীর নাট্যের সৃষ্টিতে পৌঁছে যাব।"[১]

এই ঘটনার বছর পাঁচেকের পর সেই রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করেই ঘটল শম্ভু মিত্রের নাট্যমুক্তি। তিনি তাঁর 'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পোঁছানো গেল' নিবন্ধে ব্যক্ত করেছেন কখন কোনো পরিস্থিতিতে শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই লিখেছেন যে তাঁর সামাজিক কারণে 'চার অধ্যায়' অভিনয় করার কথা মনে হয়েছিল। এই সামাজিক কারণ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন স্বাধীনতার পর শোষিত মানুষদের মুক্তির কথা। তাদের নতুন পথ দেখানোর দৃষ্টি। শোষণমুক্ত এক আদর্শ মানব সমাজের স্বপ্ন শম্ভু মিত্রের হৃদয়ের নিভৃতে আঁকা ছিল। এটাও তিনি জানতেন সমাজকে পাল্টানোর পথ খুবই দুর্গম। এই পথে চলতে গেলে চায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। এই দুয়ের অভাব হলেই ঘটে বিপত্তি। তাই 'চার অধ্যায়' পাঠ করে শম্ভু মিত্রের এই সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হয়নি। তাই 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার' অনেকদিন ধরে অভিনয় করার পর যখন নিজেদের ভিতরে নতুন নাটক করবার আকাঙ্ক্ষা জাগতে শুরু করেছিল তখন শম্ভু মিত্র

নির্বাচন করলেন 'চার অধ্যায়'। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস হলেও তার সমস্ত ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে কথোপকথনের মাধ্যমে, ফলে এর নাট্যরূপদান বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল না। তবে মহর্ষি অর্থাৎ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এ নাটকের অভিনয় সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ উপন্যাসটি প্রকাশের পর তৎকালীন অনেক সমালোচক বইটি সম্পর্কে ভিন্নধর্মী মতামত দিয়েছিলেন। অনেকের মতে বইটি ছিল স্বাদেশীকতার বিরুদ্ধে। কিন্তু শম্ভু মিত্র তাঁর রবীন্দ্র-বীক্ষা দিয়ে মহর্ষিকে তাঁর দৃষ্টিকোণটি মহর্ষিকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। বুঝিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথের চরিত্র যেভাবে এসেছে তাকে কি অশ্রদ্ধার সঙ্গে লেখা বলা চলে? যদি কোথাও কিছু ভুল থাকে তাকে ভুল বলাই তো স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন বলেই না সব জিনিসটা অত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল তাঁর কলমে। আর তার পাশাপাশি এমন খাঁটি প্রেমের গল্প সাহিত্যে বেশ দুর্লভ। বেশ কয়েকদিন আলোচনা চলেছিল, শম্ভু মিত্রের বিশেষ অনুরোধে মহর্ষি 'চার অধ্যায়' মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। মহর্ষির মনের দ্বিধা কেটে গিয়েছিল এবং তিনি অভিনয় করার ব্যাপারে অনুকূল সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। তখনই শম্ভু মিত্র 'চার অধ্যায়'এর নাট্যরূপ দান করলেন। নাট্যরূপ দানের সময় প্রধান যে ব্যাপারটির প্রতি তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল, তা হল এর ভাষা। স্বয়ং শম্ভু মিত্র এ সম্পর্কে তাঁর সমকালীন মানসিকতার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন —

> "চার অধ্যায়কে নাটকিত করার সময়ে যখন একে কেটে ছেঁটে সাজানো হচ্ছিল তখনি চিন্তাধারাটা এর অনুভবের ধারাটা জীবন্ত হয়ে বোধের মধ্যে আসছিল।"[২]

নাটকটির অভিনয়পত্রীতে 'চার অধ্যায়' উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রবাণী উদ্ধৃত করা হয়েছিল— 'স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে বানালে কাজ সহজ হয় বলে মনে করা ভুল।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিতেই ধরা পড়ে মানুষের মধ্যে থাকা জীবন্ত বোধের তাৎপর্য। শম্ভু মিত্র কেন বহু-বিতর্কিত 'চার অধ্যায়ে'র নাট্যরূপ দিতে উদ্যত হন তার ব্যাখ্যা মিলবে এখানে। উপন্যাসটির রচনার ১৭ বছর পর শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় যেন তার যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব হল। 'চার অধ্যায়' প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ২১ আগস্ট ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। নির্দেশনার দায়িত্ব ছাড়া শম্ভু মিত্র এই নাটকে অংশ নিয়েছিলেন প্রথম দিকে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে এবং পরে অতীন চরিত্রে। ২৪ আগস্ট ১৯৫১ তারিখে তৎকালীন 'সত্যযুগ' পত্রিকায় 'চার অধ্যায়' অভিনয়ের যে বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার অংশ বিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল-

> "চার অধ্যায় মূলত নাটক নয়, উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্যে থেকে যথার্থ নাটকীয় উপাদানকে ছেঁকে তোলা শিল্পীর কৃতকর্ম। এ পরীক্ষায় বহুরূপী জলপানি না পেলেও, ফার্স্ট ডিভিসনের নাম্বার নিয়ে পাশ করেছেন। যে জিনিসটা প্রথমেই চোখে পড়েছে তা হল নাটকের প্রয়োগকৌশলের বিশিষ্ঠতা। সূত্রধর গল্প শুরু করলো। সেই গল্প মোড় নিয়ে নাটকের মোহনায় প্রবেশ করল, নাটক শুরুর সংস্কৃত ঘেঁষা এই পদ্ধতিটি নতুনত্বের স্বাদ এনেছে নিঃসন্দেহেই তবে সূত্রধরের বাচনভঙ্গী যদি শম্ভু মিত্রের হতো তবে শেষ পর্যন্ত আলুনি হয়ে পড়তো না বোধ হয়। গল্পটা এলা ও ইন্দ্রনাথের পরিচয়ের মোড়ে পৌঁছলে সূত্রধরের কণ্ঠ আশ্রয় ত্যাগ করে এলা ও ইন্দ্রনাথের নেপথ্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার জন্য পরিচালকের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করতে হয়। এই নাটকটি সাধারণকে যদি তৃপ্তি দিতে নাও পেরে থাকে, সংলাপাশ্রয়ী নাটক শুনতে সাধারণ দর্শক অভ্যস্ত নয় বলেই এই আশঙ্কা তবুও যারা নাটক অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত তাঁরা নাটকের প্রয়োগক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান পাবেন। 'চার অধ্যায়' তারই ইঙ্গিতময় নতুন এক অধ্যায় তুলে ধরেছে।"[৩]

উদ্ধৃতাংশটি পাঠ করলে আমরা অনেকগুলি তথ্যের সম্মুখীন হই। প্রথমত, নাটকটি শুরু হয়েছে নাট্যসংঘটন অর্থাৎ সূত্রধারের অভিনয় দিয়ে। এটাকে বলা হয়েছে সংস্কৃত ঘেঁষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলা মঞ্চে এক অভিনব নাট্যসম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এছাড়া নাটকের আবহ সৃষ্টিও এক নিদারুণ নাট্যকৌশল নির্মাণ করেছে। যে নাটকটির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 206
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পটভূমিতে রয়েছে সন্ত্রাসবাদ শম্ভু মিত্র তার আবহ তৈরি করেছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়ার শব্দ দিয়ে। নাটকটির বিষয়বস্তু, পটভূমি, শাণিত ভাষায় উপস্থাপিত বক্তব্যের সঙ্গে এই আবহ সম্পূর্ণ মেল্বন্ধন সৃষ্টি করেছিল। 'চার অধ্যায়' স্পর্শ করার সময় শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা প্রয়োগের মাহাত্ম্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সফল হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল' প্রবন্ধে সে কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন —

> "তখন রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা সম্পর্কে কুসংস্কার এড়িয়ে বুঝতে শিখেছি যে, প্রত্যেক বড় লেখকের লেখা পড়তে গেলে মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বাকছন্দটা ধরবার চেষ্টা করতে হয়। নইলে কিছুতেই তাঁকে বোঝা যায় না। ...এবং চার অধ্যায়ে পৌঁছবার আগেই আমরা এটাতো বুঝতে পেরেছি যে রবীন্দ্রনাথ লোকটি আমাদের মতো লোকের চেয়ে অন্তত হাজার গুণ বেশি বুদ্ধিমান। সুতরাং সংলাপের সেই ধারালো বুদ্ধিটা যদি না বোঝাতে পারি লোককে, যদি সেই সংলাপ বুদ্ধিবর্জিত 'কাব্যিক কাব্যিক' সুরে পড়ি তাহলে নিজেদের যেটুকুও আছে তারও অপমান ঘটাই।"[৪]

'চার অধ্যায়' মঞ্চস্থ হবার আগে পর্যন্ত ভাবা যায়নি এটির নাট্যরূপ দেওয়া সম্ভব। শম্ভু মিত্র সেই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছেন। মঞ্চ পরিকল্পনা, আবহ সৃষ্টি এবং সংলাপ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেই অসম্ভবের শিল্পরূপ স্পষ্ট হয়েছে। 'চার অধ্যায়'-এর প্রযোজনায় তিনি শিল্পসিদ্ধির যে চরমে যেতে পেরেছিলেন সেটা অনেক সমালোচকের মতে 'অসাধ্যসাধন'। 'চার অধ্যায়'-এর মঞ্চ ও প্রয়োগ সাফল্য শম্ভু মিত্রকে যে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারই প্রকাশ ঘটে 'রক্তকরবী' প্রযোজনায়। এই প্রযোজনা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। শ্রীমিত্র তাঁর নাট্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে যত কথা বলেছেন এবং লিখেছেন, এমন আর কোনো নাটক সম্পর্কে পাওয়া যায় না। তাঁর 'রক্তকরবী প্রসঙ্গে' নিবন্ধে শম্ভু মিত্র ব্যাখ্যা করেছেন কেমন করে কোন্ পরিস্থিতিতে 'রক্তকরবী'র মঞ্চসজ্জা সংলাপ সংগীত আবহ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান পাশের মানুষ ছিলেন খালেদ চৌধুরী। তাঁর সম্পর্কে শম্ভু মিত্র লিখেছেন—

> "তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যে কোনো বাজনা বাজাতে পারেন, গান শোনাতে পারেন, আর যত নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় 'রক্তকরবী'র চিন্তা পেয়ে বসল।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়নে শম্ভু মিত্র নাটকটিকে নতুনভাবে উপবস্থাপন করেছিলেন। এই নতুনত্ব লক্ষ্য করা যেত পাত্র-পাত্রীরা পোষাকে নির্বাচনে, মঞ্চসজ্জায়, সংলাপের উচ্চারণে ও যতিপাতে, প্রবেশ-প্রস্থানের উপর। তার জন্য নাটকটিকে শম্ভু মিত্র বার বার পড়ে নিয়েছেন, রসিক ও বিশেষজ্ঞের কাছে ছুটে গেছেন প্রযোজনার স্বার্থে। রবীন্দ্রনাথের যে-কটি নাটক শম্ভু মিত্র প্রযোজনার জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেগুলি তিনি বারবার পড়েছেন এবং দলের সবাইকে পড়ে শুনিয়েছেন। আসলে তিনি এই সব প্রযোজনার মাধ্যমে ধরতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতস্বরূপ। তার সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন তাঁর মৌলিক নাট্যবোধ, নাট্যচিন্তা সেই কারণে তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল প্রবন্ধ লিখে 'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল'। রক্তকরবী নাটক মঞ্চস্থ করার আগে শম্ভু মিত্র জানতেন নাটকটি মুদ্রিত হবার আগে রবীন্দ্রনাথ সেটি মঞ্চস্থ করার জন্য নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর হাতে তুলে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিশিরবাবু নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারেননি। শিশিরকুমার জানিয়েছিলেন এই নাটকটি মঞ্চস্থ না করতে পারার প্রধান কারণ নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করার মতো অভিনেত্রীর অভাব। এছাড়া আর একটি কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন রক্তকরবী একসঙ্গে সবটা না পড়লে অসুবিধা হয়। নাটকটির মধ্যে যে একগাদা আইডিয়া আছে তা নাটকটিতে নাট্যরস সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে বলে নাট্যাচার্য মনে করেছিলেন। তাই হয়তো রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নাট্যাচার্য 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেননি। পরবর্তীতে যেদিন তিনি শুনলেন শম্ভু মিত্র 'রক্তকরবী' প্রযোজনা করেছেন, সেদিন তিনি বোধহয় সেই প্রযোজনা সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলেন।

কিন্তু সামনাসামনি তিনি শম্ভু মিত্রকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন 'Go ahead', নাট্যাচার্যের শুভেচ্ছায় শম্ভু মিত্র এগিয়েই গিয়েছিলেন। তিনি যে রক্তকরবী প্রযোজনা করে বাংলা মঞ্চ ও অভিনয় জগতে আলোড়ন ও পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন তা আজ কারোর অজানা নয়। 'রক্তকরবী'র প্রযোজনায় প্রধান সহায়ক ছিলেন খালেদ চৌধুরী। সঙ্গীত ও মঞ্চ পরিকল্পনায় খালেদ চৌধুরী, আলোকসম্পাতে তাপস সেন ও শম্ভু মিত্রের প্রযোজনা কৌশল এবং সেই সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিপূর্ণ সংযোগের ফলে বহুরূপীর 'রক্তকরবী' আজ এক জীবন্ত প্রবাদ। এই প্রযোজনার দ্বারা বাংলা মঞ্চ এমন এক দুর্লভ সাফল্যের সূচনা ঘটায় যাকে অতিক্রম করা অনেক নাট্যগোষ্ঠীর কাছে দুঃস্বপ্ন মাত্র।

'রক্তকরবী'র পর শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গীয় প্রহসন' মঞ্চস্থ করলেন। এটি মঞ্চস্থ হয় ২২ মে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নিউ এম্প্যায়ারে। এর নির্দেশক ছিলেন অমর গাঙ্গুলী। প্রযোজনাটি যে খুবই উপভোগ্য হয় তার প্রমাণ মেলে তৎকালীন সংবাদপত্রে। 'রক্তকরবী'তে অত্যাধিক সাফল্য পাওয়ার পরে বহুরূপীর নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনে রবীন্দ্রনাটকের উপর সাহস বেড়ে যায়। উৎসাহিত হয়ে তারা পরপর মঞ্চস্থ করেন 'ডাকঘর', 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা' ও 'রাজা'। 'ডাকঘর'-এর নির্দেশনায় ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হয় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭। এই প্রথম তৃপ্তি মিত্র বহুরূপীতে নির্দেশনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। শম্ভু মিত্র কখনো সাজতেন ঠাকুর্দা কখনও রাজ কবিরাজ। 'ডাকঘর'-এর সফল মঞ্চায়নের পর বহুরূপীতে মঞ্চস্থ হল 'বিসর্জন' ও 'মুক্তধারা'। 'বিসর্জন' নাটকটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। পরবর্তীকালে সেটি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনাতেও মঞ্চস্থ হয়েছে। তাই শম্ভু মিত্রকে 'বিসর্জন' প্রযোজনার জন্য রক্তকরবী'র মতো ভাবতে হয়নি। কারণ তখন তাঁর সামনে উক্ত দুটি প্রযোজনার অভিজ্ঞতার ইতিহাস উন্মুক্ত ছিল। বহুরূপীর প্রযোজনায় 'বিসর্জন' প্রথম মঞ্চস্থ হয় নতুন দিল্লীর আইফ্যাক্স হলে, ১১ নভেম্বর ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে। তখন রবীন্দ্র-শতবর্ষ চলছে সারা দেশ জুড়ে। বহুরূপীতে প্রযোজিত নাট্যের নির্দেশক ছিলেন শম্ভু মিত্র। নাট্যপ্রয়োজনে নির্দেশক শম্ভু মিত্র নাটকটির সম্পাদনা করেছিলেন। বহুরূপীতে 'বিসর্জন'-এ শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছিলেন জয়সিংহ চরিত্রে। 'বিসর্জন'-এ অভিনয়কালে 'চার অধ্যায়, 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর ছিল তেমনি 'বিসর্জন'-এর প্রকাশিত নানা পাঠ ও সংস্কার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য —

> "বহুরূপী শুরু করবার অনেক আগেই শ্রী শম্ভু মিত্র ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য নাট্যাচার্যকে নিয়ে বিসর্জন করবার একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। বোঝাই যায় বিসর্জন ও শম্ভু মিত্রের অন্যান্য প্রতিটি নাটকের মতোই দীর্ঘ প্রস্তুতি সঞ্জাত ছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নাটকটির সম্পাদনা।"[৬]

একথা সত্য যে অন্যান্য রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের মতো 'বিসর্জন'-এর অভিনয় 'বহুরূপী'কে ততখানি সাফল্য এনে দিতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় 'বিসর্জন' সম্পর্কে সাধারণ একটি ধারণা মানুষের ছিল, 'বিসর্জন'-এর অভিনয় সম্ভব এই নিদর্শনও ছিল, তাই বহুরূপীর অভিনয় দর্শক মহলে তেমনভাবে চমক এনে দিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্ব বলেছিলেন, শম্ভু মিত্র সেই দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ দেখেছিলেন। তাই মনে হয়েছিল নাট্যদ্বন্দ্ব আসলে প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্ব। আর প্রতাপ তো রঘুপতির ছিল না ছিল রাজার, যিনি প্রেম প্রতিষ্ঠায় অটল-অনড়, রঘুপতি সেখানে অনেক দুর্বল, হীনষড়যন্ত্রকারী। 'বিসর্জন' এর প্রযোজনা উপলক্ষে বহুরূপীর নাট্যলিপিতে লেখা হয়—

> "মানুষের সমস্ত স্বর্গীয় অনুভব আর কল্পনা দেবতার মূর্তি সৃষ্টি করে। তাতে মানুষেরই আত্মা মুক্তি পায়। কিন্তু ক্রমশ একদিন দেখা যায় মন্দিরের সমস্ত আসন অধিকার করে বসে আছে পূজারী প্রচারকদের দল। তাদের অহংকারাচ্ছন্ন আজ্ঞায় দেবীরই বেদীর সামনে নির্বিচার মানুষের সমস্ত মূল্যকে বলি দেওয়া হয়। আজও পৃথিবীতে অজস্র রাজনৈতিক বেদীর সামনে রাজনৈতিক আদর্শের নামে, ভবিষ্যতের নামে ঐতিহ্যের নামে ব্যক্তিগত মানুষের নামে সুখ দুঃখ তার আশা, তার ভালোবাসা, তার সমস্ত কিছুকে আজ্ঞায় ভুলুণ্ঠিত করে এক বিরাট নরমেধ

> যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে। সমাসন্ন সেই ভয়ঙ্কর বিসর্জনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো বিসর্জন নাটকে বাঁচবার পথের দিশা পাবো।"[৭]

'বিসর্জন' প্রযোজনার পূর্বে বহুরূপী আর একটি রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। 'মুক্তধারা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। নাটকটির নির্দেশনায় এবং কংকর ও নাগরিক উভয় ভূমিকায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। তিনি গণনাট্য সঙ্ঘে থাকাকালীন সময়েই 'মুক্তধারা' পরিচালনা করেছিলেন। একথা ইতিপূর্বেই পরিবেশিত হয়েছে যে শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘে থেকে রবীন্দ্রনাটক 'মুক্তধারা'র পরিচালনা করলেও তিনি তখন রবীন্দ্রনাট্যের মূল ভাবনার গভীরে পৌঁছাতে পারেননি। সেকথা তিনি নিজেও অকপটে স্বীকার করেছেন, তাঁর 'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি 'মুক্তধারা' প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ জানা সত্ত্বেও মনে হল এ নাটক যেন কোনো পুরা কাহিনীর মতো, আমাদের জীবনের সংলগ্নতা নেই। তখন তাই মনে হল যে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে আমরা গভীর নাট্যের সৃষ্টিতে পৌঁছে যাবো। যে নাট্য আমাদের আধুনিক কালকে জীবন্ত করে প্রকাশ করবে আমাদের ভারতীয় নাট্যরীতিতেই।"[৮]

'মুক্তধারা'র আলোচ্য নির্দেশনার উক্ত বোধ কি তাহলে পরবর্তীকালে অর্থাৎ প্রথম গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় ১৩ বছর বাদে শম্ভু মিত্রের মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন দ্বিতীয়বার 'মুক্তধারা'র প্রযোজনার কথা ভাবলেন তখন তো তিনি রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে গেছেন। তবুও 'মুক্তধারা'য় তিনি সাফল্য পাননি। তিনি নিজেই তার কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—

> "এবং রক্তকরবী করে যখন মনে হল যে রবীন্দ্রনাটকের হিসেব আমরা বুঝে গিয়েছি, তখনই মুক্তধারা করতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যর্থ হলাম। এই মুক্তধারা গণনাট্য সঙ্ঘের মরন্তদশায় একবার চেষ্টা করেছিলাম। সেবারও খারাপ হয়েছিল। একেবারে যাচ্ছেতাই। অথচ বিজন ভট্টাচার্য্য ছিল বটু, গঙ্গাপদ বসু ছিলেন ধনঞ্জয়, চারুপ্রকাশ ঘোষ ছিলেন রাজা, তবু আমি পারিনি অভিনয়টা সম্মানযোগ্য করতে। বহুবছর পর বহুরূপীতে আবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। বুঝলাম অতো সহজ নয়, অতো সহজে তাঁকে বুঝে ফেলা যায় না।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ অতো সহজ নয়, একথা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু যে নিবিড় অনুরাগ ও আগ্রহ নিয়ে শম্ভু মিত্র 'চার অধ্যায়' ও 'রক্তকরবী' পাঠ করেছিলেন, প্রযোজনা করেছিলেন এবং সেই অধ্যাবসায় যে সাফল্য এনে দিয়েছিল তার সাক্ষী ইতিহাস। তারপরেও 'মুক্তধারা'য় নিজের ব্যর্থতার কথা এমন অকপটভাবে স্বীকার করা যথার্থই মহান স্বীকারোক্তির পর্যায়ে পড়ে।

বহুরূপী নাট্যসংস্থা প্রযোজিত শম্ভু মিত্র নির্দেশিত রবীন্দ্রনাটক রাজা'র প্রথম অভিনয়ের সময়কাল ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। 'রক্তকরবী' অভিনয়ের এক দশক পরে নির্দেশক শম্ভু মিত্র একই সঙ্গে দুটি নাট্যাভিনয়কে এক সূত্রে গেঁথেছিলেন। একদিকে 'রাজা অয়দিপাউস' অন্যদিকে 'রাজা' নাটক দুটিকে অন্ধকারের নাটক আখ্যা দিয়ে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা বহুবার অভিনয় করেছিল বিংশ শতাব্দীর ছ, সাতের দশকে। 'রাজা' অভিনয় করতে গিয়ে নির্দেশক শম্ভু মিত্র নাটকটির যুগোপযোগী মঞ্চপাঠ বা নাট্যনির্মাণ করেছিলেন। নাট্যকলার প্রয়োগে সেই নির্মাণ আর এক নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। শিল্পীর স্বাধীনতা যেখানে রবীন্দ্রনাট্য নির্দেশনায় এক বৃহৎ বিস্তৃত শিল্পরাজ্যকে সর্বকালের মতো করে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই নির্দেশকের সচেতন প্রয়াস ও প্রয়োগ তাকে করে তোলে নাটকের অনুসারী। অনিবার্যভাবেই তাঁদের অভিপ্রায়ের যুগ্মপ্রকাশ ঘটে অভিনয়ে, যা বহুমাত্রিক ও সমৃদ্ধ করে তোলে নাটক ও নাট্যকারকে। এক্ষেত্রে নাট্যকার ও নাট্য-নির্মাতা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'বহুরূপী' পত্রিকায় ৮৩ ও ১০১ সংখ্যায় শম্ভু মিত্র কৃত 'রাজা' নাটকের মঞ্চপাঠ প্রকাশিত হয়। সেই মঞ্চপাঠ যে নাট্যরূপকে প্রকাশ করতে চায় তাতে শুধু সংলাপই নয় প্রয়োগের দিকও নির্দেশিত হতে দেখা যায়। মঞ্চপাঠ নির্মাতা নাটকের কোনো স্বাদ থেকেই আমাদের বঞ্চিত করেন না। এই দিক দিয়ে শম্ভু মিত্র সচেতনভাবে মঞ্চপাঠককে বহুমাত্রিক যুগোপযোগী করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে যখন 'রাজা' অভিনয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 206
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করেছিলেন তখন সেই মঞ্চপাঠে যুক্ত হয়েছিল পূর্ববর্তী 'রাজা' ও 'অরূপরতন'-এর মিলিত পাঠ। শম্ভু মিত্র প্রযোজিত বহুরূপীতে 'রাজা' নাটকের অভিনয় নির্দেশনা সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের কৃতিত্বের কথা আমরা পেয়েছি কুমার রায় রচিত 'প্রসঙ্গ প্রযোজনা', বহুরূপীর 'চার অধ্যায়' ও 'রাজা' প্রবন্ধে— 'রাজা' নাটকটির সম্পাদিত রূপদানের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল ছিল। এটি শম্ভু মিত্রের কাজ। নির্দেশককেও নাট্যকার হয়ে উঠতে হয়। নাট্যকারের মতোই তাকে নাটকের কথাবস্তু এবং ভাববস্তুর বিশ্লেষণ করতে হয় এবং সেই বিশ্লেষণের সূত্র ধরে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেবার আয়োজন করতে হয়। এইখানে শম্ভু মিত্র স্রষ্টা এবং শিল্পী।

নাটক থেকে নাট্যের পাঠে বা মঞ্চপাঠের প্রথমেই সূচনার পরিবর্তন ঘটালেন নির্দেশক শম্ভু মিত্র। কথোপকথন হল স্বাভাবিক ও বাস্তবিক। প্রাত্যহিকতার ভাষা ব্যবহারেই এই সূচনা হল সহজতর। চরিত্রের নাম, অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্কে স্পষ্ট হল। সংলাপকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত করার ফলে স্বরবৈচিত্র এল। আরও অনেককিছু পরিবর্তন করেছেন বহুরূপীর প্রযোজনার মঞ্চপাঠের জন্য। 'রাজা' রচনার কিছু দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় নাটকটি অভিনীত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের বিষয় ও থিম এক রেখে বারবার নাট্যলেখ পরিবর্তন করেছিলেন। 'রাজা' নাট্যে রাজা চরিত্রটির বিবর্তন ঘটেছে প্রিয় থেকে দেবতায়। যে দেবতা অরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী, যিনি অপ্রকাশিত অথচ ব্যক্ত।

Reference:

১. মিত্র, শম্ভু, সন্মার্গ সপর্যা কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছান গেল, পৃ. ১৮৫
২. ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ. ১৮৮
৩. 'সত্যযুগ' পত্রিকা ২৪ আগস্ট ১৯৫১ সাল
৪. ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ. ১৮৮
৫. মিত্র, শম্ভু, সন্মার্গ সপর্যা কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছান গেল, পৃ. ১৮৫
৬. ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ. ৪৬
৭. ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ. ৪৮
৮. মিত্র, শম্ভু, সন্মার্গ সপর্যা কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছান গেল, পৃ. ১৮৫
৯. ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ. ৪৩